গোবরধনের কেরামতি

আসাম সরকারের নোটিস এসেছে প্রত্যেক আসামীর কাছেই। হর্ষবর্ধনরাও বাদ যাননি, যদিও বহুকাল আগে দেশ ছেড়ে কলকাতায় এসে কাঠের ব্যবসায় লিপ্ত রয়েছেন, তাহলেও আসাম সরকারের কঠোর দৃষ্টি এড়াতে পারেননি।

শুধু তাঁর ওপরেই না, তাঁর ভাই গোবর্ধনও পেয়েছে এক নোটিস সীমান্ত-যুদ্ধে যাবার নোটিস।

পররাজ্য লিপ্সায় চীন যখন নেফার সীমানা পার হয়ে তেজপুরের দরজায় এসে হানা দিল, তখন কেবল আসামবাসীদেরই নয়, প্রত্যেক তেজস্বী ভারতী-য়েরই ডাক পড়েছিল চীনকে রুখবার আর তেজপুরকে রাখবার জন্যে।

কলকাতায় হর্ষবর্ধনের কাছেও এসে পৌঁছোলো সেই ডাক। হর্ষবর্ধন কিন্তু বললেন—'না আমি যুদ্ধে যাবো না।'

'সে কী, দাদা!' বিস্ময়ে হতবাক গোবর্ধন, 'তুমি না বিলেতে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলে। সেই যুদ্ধ যখন নিজের দেশেই এসেছে এই সুযোগ তুমি হাতছাড়া করবে?

'বিলেত গেছিলাম আমি? সে তো ইসপেন!' বলেন হর্ষবর্ধন। ইসপেনেই তো লড়েছিলাম।'

'একই কথা। বিলেত যাবার পথেই ইসপেন। সেখানে হিটলারের ফ্যাসিস্ত বাহিনীকে তুমি ফাঁসিয়ে দিয়ে এসেছো। আমিও তো লড়েছিলাম তোমার পাশেই।

আমাদের লড়াইয়ের সেই কাহিনী 'যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্ধন' বইতে ফাঁস করে দিয়েছে সেই হতভাগাটা।'

'কোন্ হতভাগা ?'

'কে আবার—তোমার পেয়ারের সেই চকর্‌বর্‌তি। জানো না নাকি তাকে ?'

'জানবো না কেন ? পড়েছি তো বইটা। আমাকেও দিয়েছিল একটা। লোকটা ভারী বাড়িয়ে লেখে কিন্তু। গাঁজা খায় বোধ হয়।'

'হ্যাঁ বড্ডো গাঁজায়, ওর সব গুলই গাঁজানো।'

'গঞ্জনাও বলতে পারিস—সমস্কৃত করে। কিন্তু সে কথা নয়, কথা হচ্ছে এই, চিরকাল আমরাই যুদ্ধে যাবো নাকি ? তখন যুবক ছিলাম লড়েছি, কিন্তু বুড়ো হয়ে যাইনি কি এখন, গায়ের জোর কি কমে যায়নি ? বন্দুক তুলতে গেলেই তে উল্‌টে পড়বো মনে হয়। তাছাড়া প্যারেড! লম্বালম্বা রুট মার্চ করতে পারব এই বয়সে ?'

'এই মার্চ মাসে তো নয়—এমন গরমে।' গোবর্ধন সায় দেয়।

'তবে ? এখন যারা যুবক তারা গিয়ে যুদ্ধ করুক। আমরা তো লড়ায়ের কথা পড়ব খবরের কাগজে। কিংবা বলব সেই চকর্‌বর্‌তিকে তাদের যুদ্ধের গল্প লিখতে···বইয়ে পড়া যাবে।'

'তা বটে!'

'আর তারাই তো লড়ছে এখন। সেই জাওয়ানেরাই।'

'জাওয়ান! জাওয়ান আবার কি দাদা ?'

'রাষ্ট্রভাষা। জাওয়ান মানে জোয়ান।'

'মানে তুমি।' জানায় গোবর্ধন।

'আমি জোয়ান। তার মানে ?' হর্ষবর্ধন হক্‌চকান।

'বৌদি বলল যে সেদিন।' প্রকাশ করে গোবরা।

'তোর বৌদি বলল আমি জোয়ান ? সে-ই দেখছি ফাঁসাবে আমায়। কোনো মিলিটারি অফিসারের কাছে বলেছে নাকি সে ?'

'না না। সেই চকর্‌বর্‌তিটার কাছেই বলল তো।'

'শুনি তো ব্যাপারটা। সে যদি আবার গল্প লিখে কথাটা ছাপিয়ে দেয় তাহলেই তো গেছি। তারপর এই নোটিস এসেছে।'

'বৌদির ইতুপুজোর ব্রত ছিল না ? পুজো-টুজো সেরে বলল আমায়, যাও তো ভাই, একটা বামুন ধরে নিয়ে এসো তো! বামুন ভোজন করাতে হবে। আমি বললাম, বৌদি, ইতুপুজো করবে যখন, তখন বামুন-ভোজন করাতে ইতুর দাদাকেই ধরে নিয়ে আসি না হয়। ইতুর দাদাকে! শুনে বৌদি তো অবাক! আমি খোদ ইতুকেই ধরে আনতে পারতাম। জ্যান্ত ইতুর পুজো করতে পারতে। তা যখন হলো না, তাহলে তার দাদাকেই ধরে আনা যাক এখন। তখন বৌদি বুঝতে পারলো কথাটা।'

'সবকিছুই একটু লেটে বোঝে সে।' হাসলেন হর্ষবর্ধন।

'গেলাম চক্রবর্তির কাছে। খাবার কথা শুনে তখনি সে পা বাড়িয়ে তৈরি। কিন্তু যখন শুনলো যে ব্রত উদ্‌যাপনের বামুন-ভোজন, তখন আবার পিছিয়ে গেল ঘাবড়ে। বলল, ভাই, আমি তো ঠিক বামুন নই। পৈতেই নেইকো আমার। আমি বললাম, ধোপার বাড়ি কাচতে দিয়েছেন বুঝি? সে বলল, তা নয়, ঠিক কখনো পৈতে হয়েছিল কিনা মনেই পড়ে না আমার। তা না হোক আপনার দাদার পৈতে ছিলো তো? আমি বলি। বামুন না হোক, বামুনের ছেলে হলেই হবে। তখন সে এলো খেতে।'

'সর্বনেশে কথাই বটে। লোকটার কথাই এই রকম। পেট ঠেসে খেয়ে ঢেকুর তুলে বলে কিনা সে—সবই তো করলেন বৌদি, বেশ ভালোই করেছেন। রেঁধেছেন খাসা। কেবল একটা জিনিস বাদ পড়ে গেছে। অম্বলটা করেননি, একটু অম্বলও করতে পারতেন এই সঙ্গে! শুনে বৌদি বলল, চক্রবর্তি মশাই, এ বাজারে কি খাঁটি জিনিস মেলে? এখন কাঁকরমণি চালের ভাত, পচা মাছ, বাদাম তেলের রান্না, এই থেকেই যথেষ্ট অম্বল হবে, সেই ভেবেই আর অম্বলটা করিনি, শুনে তো আঁতকে উঠল লোকটা—অ্যাঁ। বলেন কি! তাহলে তো হজম করা মুশকিল হবে দেখছি? হজম করাবার কোন দাবাই আছে বাড়িতে? দিন তাহলে একটু। এর সঙ্গে খেয়ে নিই। কি রকম 'দাবাই? জানতে চাইলেন বৌদি—এই জোয়ান টোয়ান?'

'এ বাড়িতে জোয়ান বলতে তো···'জানালো বৌদি—'জোয়ান বলতে গোবরার দাদা। তা তিনি তো এখন ঘুমুচ্ছেন।'

'তোর বৌদির যেমন কথা। আমি যদি জোয়ান, তাহলে প্রৌ···প্রৌ···প্রৌ —কথাটা কিরে! গলায় আসছে মুখে আসছে না! মানে প্রৌঢ় কে তাহলে?'

'প্রৌঢ়!'

'প্রৌঢ়, নাকি প্রৌঢ়? ও সে একই কথা। তোর বৌদির সার্টিফিকেটে দেখছি আমায় তেজপুরে গিয়ে গড়াতে হবে। বিধবা হতে হবে আমায় এই বয়সে।'

'তুমি বিধবা হবে? বলো কি?' গোবরা হাঁ করে থাকে।

'আমি কেন—তোর বৌদিই হবে তো, সেই তো হবে বিধবা। ও সে একই কথা। তা মজাটা টের পাবে তখন। মাছ খেতে পাবে না, তার সাধের বেড়াল মাছ না পেয়ে পালিয়ে যাবে বাড়ি থেকে! বোঝো ঠ্যালা।'

'বৌদির ঠ্যালা বৌদি বুঝবে। এখন নিজেদের ঠ্যালা তো সামলাই আমরা! বলে গোবরা।

'সামলানোর কী আছে আর' জবাব দেন দাদা, 'বললাম না এই ঠ্যালায় গড়াতে হবে গিয়ে তেজপুরে। মুণ্ডু একদিকে গড়াবে, ধড়টা আর একদিকে।'

'আমিও গড়াবো তোমার পাশেই দাদা।' গোবরার উৎসাহ আর ধরে না।

'হায় হায়! বংশ লোপ হয়ে গেলো আমাদের।' কাতর সুরে শুরু করেন শ্রীহর্ষ, 'একলক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি, একজনও না রহিল বংশে দিতে বাতি।' রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে গুলিয়ে রাবণের শোকে তিনি মুহ্যমান থাকেন।

'মিছে হায় হায় করছো দাদা। তোমার ছেলেও নেই, নাতিও নেই'—গোবর্ধন বাতলায়, 'তোমার বংশ লোপ হবে কি করে?'

'নাতিবৃহৎ তুই তো আছিস! তুই গেলেই আমাদের বংশ গেলো।' দাদার শোক উথলে ওঠে, 'এতোদিনে আমাদের রাবণ বংশ গোল্লায় গেলো। আর বর্ধিত হতে পেল না, গোলায় বল্ আর গোল্লায় বল,—একই কথা।'

'না, না! তোমাকে কি ওরা ফ্রু···ফ্রু···ফ্রু···ফ্রু···'

'কী ফড়ফড় করছিস—'

'ফ্রন···!' বলেই হতবাক গোবর্ধন!

'মানে?' হর্ষবর্ধন বিরক্ত হন।

'মানে, তোমাকে কি ওরা আর ফ্রন্টে পাঠাবে?' কথাটা খুঁজে পেয়েছে গোবরা, 'তুমি নাকি ইসপেনের যুদ্ধ জয় করে এসেছো! পড়েছে নিশ্চয়ই তারা বইয়ে। তাইতো ডেকেছে তোমাকে। অবিশ্যি তোমাকে তারা সেনাপতিটাও করে দেবে। সামনে থেকে লড়তে হবে না তোমাকে। মরতে হবে না গোলায়। পেছন থেকে পালাবার পথ পরিষ্কার পাবে।'

'পেয়েছি! পালাবার পথ নাই যম আছে পিছে। যুদ্ধ কাকে বলে জানিস নে তো!' বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন দাদা, 'সে বড়ো কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই।'

'দাদা-ভাইয়ে দেখা হবে কিন্তু।' গোবর্ধন আশ্বাস দেয়, 'তোমার ধারে কাছেই থাকব আমি। পালাবো না।'

'জ্বালাসনে আর। এখন পড়তো কি লিখেছে নোটিসটায়।'

'গোখেল রোডের একটা ঠিকানা দিয়েছে।' নোটিস পড়ে গোবর্ধন জানায়, 'রিক্রুটিং অফিসের ঠিকানা। সেখানে আগামী পরশু সকাল দশটায় গিয়ে হাজির হতে হবে। নাম লেখাতে হবে। তারপরে মেডিক্যাল একজামিনেশনের পর ভর্তি করে নেবার কথা।'

'আর যদি না যাই?'

'ওয়ারেণ্ট নিয়ে এসে পাকড়ে নিয়ে যাবে পেয়াদায়।'

'আর যদি পালিয়ে যাই এখান থেকে?'

'হুলিয়া বেরিয়ে যাবে। পুলিস লেলিয়ে দেবে বোধ হয়।'

'পুলিস! ওরে বাবা!' আঁতকে ওঠেন হর্ষবর্ধন, 'তাহলে আর না গিয়ে কাজ নেই। যাবো আমরা।'

যথা দিবসে যথাস্থানে গেলেন দু'ভাই। দাঁড়ালেন পাশাপাশি। প্রথমে পরীক্ষা হলো হর্ষবর্ধনের।

'নাম ?'

'শ্রীহর্ষবর্ধন।'

'বয়স ?'

'বিয়াল্লিশ।'

'পিতার নাম ?'

'পৌণ্ড্রবর্ধন। মা'র নাম বলব ?'

'না। দরকার নেই। ঠিকানা ?'

'চেতলা।'

'পেশা ?'

'কাঠের কারবার।'

'ভারতের সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া একটা কাজের বস্তু, গৌরবের বস্তু বলে কি আপনি মনে করেন ?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

'বাহিনীর কোন বিভাগে ভর্তি হতে চান আপনি ?'

'আজ্ঞে ?' প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারেন না হর্ষবর্ধন।

'নানান বিভাগ আছে তো ? পদাতিক বাহিনী, গোলান্দাজ বাহিনী, বিমান বাহিনী—'

'আমি একেবারে জেনারেল হতে চাই। মানে সেনাপতিটতি।' জানান হর্ষবর্ধন।

'পাগল হয়েছেন!' রিক্রুটিং অফিসার কথাটা না বলে পারেন না।

'সেটা একটা শর্ত নাকি ?' হর্ষবর্ধন জানতে চান, 'জেনারেল হতে হলে কি পাগল হতে হবে ?'

সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে অফিসার গোবর্ধনকে নিয়ে পড়েন।—'নাম ?'

'গোবর্ধন।'

'বয়স ?'

'বাল্লিশ। আর বাকি সব ঐ ঐ ঐ ঐ। মানে—ঠিকানা, পিতার নাম, পেশা সব—ঐ ঐ।' বিশদ করে দেয় গোবরা, 'অর্থাৎ ইংরেজি করে বললে—ডিটো ডিটো, আমরা দুই ভাই কিনা।'

'ও। তাহলে আপনারা এবার ঐ পাশের ঘরে চলে যান, সেখানে আপনাদের মেডিক্যাল চেক্-আপ হবে।' বললেন অফিসার, 'ডাক্তারি পরীক্ষায় পাস করতে পারলে তবে ভর্তি।'

'পাশের ঘরে যাবার পথে ফিস্-ফিস্ করে গোবরা, 'আর ভয় নেই, দাদা! আমার জীবনে কোনো পরীক্ষায় পাস করতে পারিনি, আর ডাক্তারি পরীক্ষায় পাস করবো। ফেল যাবো নির্ঘাত! বেঁচে গেলাম এ যাত্রা!

'হ্যাঁ, ফেলেছে কিনা আমাদের।' আশ্বাস পান না দাদা, 'এই যুদ্ধের বাজারে কেউ ফেলবার নয়, কিছু ফ্যালনা না।'

হর্ষবর্ধনের বিপুল ভুঁড়ি দেখেই বাতিল করে দিলেন ডাক্তার—'না, এ চলবে না।' প্রতিবাদ করে বলতে গেছলেন বহুৎ বহুৎ জেনারেলের ভুরি ভুরি ভুঁড়ি তিনি দেখেছেন—যদিও ফটোতেই তাঁর দেখা। কিন্তু তাঁর ভুঁড়িতে গোটা দুই টোকা মেরে তুড়ি দিয়ে তাঁর কথা উড়িয়ে দিলেন ডাক্তার।

তারপর গোবর্ধনের পালা এলো। সব পরীক্ষায় পাস করার পর চক্ষু পরীক্ষা।

'চার্টের হরফগুলো পড়তে পারছেন তো? দেয়ালের গায়ে যে চার্ট ঝুলছে?'

'অ্যাঁ! ওখানে একটা দেয়াল আছে নাকি আবার।'

'আপনার চোখ তো দেখছি তেমন সুবিধের নয়।' বলে ডাক্তার একটা অ্যালুমিনিয়মের প্রকাণ্ড ট্রে ওর চোখের দু-ফুট দূরে ধরে রেখে শুধোলেন, 'এটা কী দেখছেন বলুন তো?'

'একটা আধুলি বোধ হয়, নাকি, সিকিই হবে!'

দৃষ্টিহীনতার দোষে গোবর্ধনও বাতিল হয়ে গেলো।

গোখেল-রোডের বাইরে এসে হাঁফ ছাড়ল দু'ভাই: 'চল দাদা! আজ একটু ফুর্তি করা যাক। আড়াইটে বাজে প্রায়। রেস্তোরাঁয় কিছু খেয়ে দুজনে মিলে তিনটের শোয়ে কোনো সিনেমা দেখিগে!'

নানান খানা খেতে খেতে তিনটে পেরিয়ে গেল, তিনটের পরে সিনেমার অন্ধকার ঘরে গিয়ে ঢুকল দু'ভাই। নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসল পাশাপাশি।

ইন্টারভ্যালের আলো জ্বলে উঠতেই চমকে উঠলেন হর্ষবর্ধন। পাশেই যে সেই ডাক্তারটা বসে! খারাপ চোখ নিয়ে সিনেমা দেখছে দিব্যি। এতো কাণ্ড করে শেষটায় বুঝি ধরা পড়ে গোবরা।

কনুয়ের গুঁতোয় পাশের ডাক্তারকে দেখিয়ে দিলেন দাদা।

গোবরা কিন্তু ঘাবড়ালো না, জিজ্ঞেস করল সেই ডাক্তারকেই, 'কিছু মনে করবেন না, দিদি! শুধোচ্ছি আপনাকে—এটা তেত্রিশ নম্বর বাস তো?'

'অ্যাঁ!' অতর্কিত প্রশ্নবাণে চমকে ওঠেন ডাক্তারবাবু।

'মানে, মাপ করবেন বড়দি! এটা চেতলার বাস তো? ভিড়ের মধ্যে ঢুকে তো পড়লাম—কিন্তু বাসে উঠেছি কিনা বুঝতে পারছি না। চেতলা পৌঁছোবে কি না কে জানে।'

Gobardhaner Keramoti by Shibram Chakrabarty

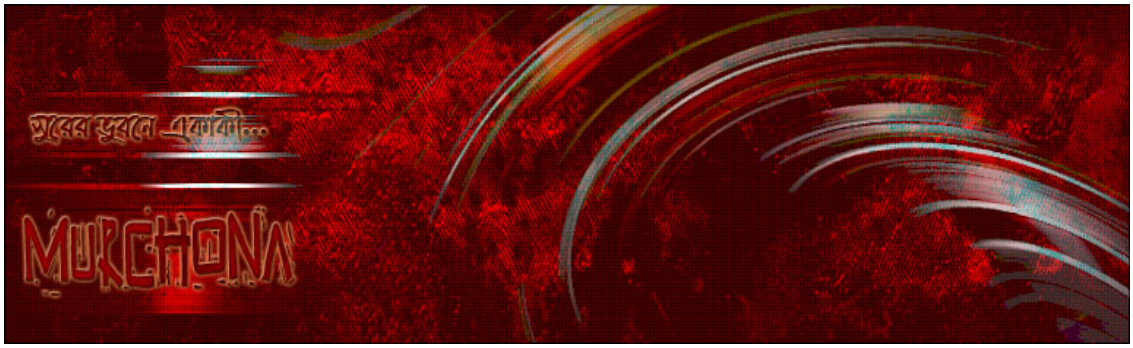

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com